দৈনিক খবর

তারিখ 23 SEP 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

স্বদেশে–বিদেশে

যাযাবর

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য গোটা জাতি দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততার জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ আবাসিক হল সশস্ত্র মাস্তানদের আখড়ায় পরিণত হয়। হলের ভেতরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছাড়াও ক্যাম্পাসে যখন–তখন বোমা–পিস্তল নিয়ে হামলা ও পাল্টা হামলা পরিচালনার ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পড়ালেখার পাঠ অনেক আগেই চুকে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত সন্ত্রাস অন্যান্য কলেজ–মাদ্রাসায়ও সংক্রমিত হয়েছে। ফলে দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার পরিবেশ নেই। আর যেহেতু কতিপয় চিহ্নিত রাজনৈতিক দল তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোয় সশস্ত্র মাস্তান পুষে সন্ত্রাসী তৎপরতার ইন্ধন যোগাচ্ছে, তাই তরুণ বংশধরদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকায় অভিভাবকরা গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করে আসছেন। এহেন আতংকজনক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকার আর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।

যা হোক, অনেকগুলো মূল্যবান জীবন বিনষ্ট ও বহু ক্ষয়ক্ষতির পর অবশেষে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভেঙেছে। দেশের অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়েছে। যদিও এটা একটা আংশিক অভিযান। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি আবাসিক হলে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযান এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের দেয়া তথ্য থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছিঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আবাসিক হলে পুলিশ ও বিডিআর গত বুধবার ভোরে যৌথভাবে এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মারাত্মক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহবানে এবং প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরদের উপস্থিতিতে এ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো হয়। একটি আবাসিক হলে তল্লাশী চালাবার সময় পুলিশ ঐ হলের বাবুর্চির ঘর থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম ফারুক অভিকে রিভলভারসহ গ্রেফতার করে। অভিযান চলাকালে মোট ৩৪ জন গ্রেফতার হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপর্যুপরি সংঘটিত সহিত সহিংসতা এবং অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহবানে বুধবার ভোর ৪ টায় পুলিশ ও বিডিআর যৌথভাবে মহসিন হল, কবি জসীম উদ্দীন হল, সূর্যসেন হল, জহুরুল হক হল, বঙ্গবন্ধু হল ও জিয়াউর রহমান হলে একযোগে তল্লাশী চালায়।

হলগুলো তল্লাশীকালে ৬টি কাটা রাইফেল, ২টি এসএমজি, ১টি ৭–এসএম রাইফেল, ১টি বন্দুক, ২টি পাইপগান, ১টি রিভলভার, ১টি পিস্তল, ২টি তাজা গ্রেনেড, ৪টি বোমা ও ককটেল, ২১৩টি রাইফেলের গুলী, ৪৭টি এসএমজি'র গুলী, ৪৫টি বন্দুকের গুলী, ৪৩টি এসএলআর–এর গুলী, ২টি অয়্যারলেস, বিপুল পরিমাণ রামদা, চাপাতি, লোহার রড, চাকু ও চেইন উদ্ধার করা হয়। কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, জনৈক ছাত্র নেতার কাছ থেকে গুলীসহ একটি অবৈধ বিদেশী রিভলভার ও নগদ ৬৪ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানকালে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের করে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান। উপাচার্য সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার ও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য সরকার, পুলিশ ও বিডিআর জোয়ানদেরধন্যবাদজানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ছাত্রাবাসে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের এ সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করার পর যে কোন লোকের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে, কতিপয় ছাত্র সংগঠন পরিকল্পিতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সশস্ত্র কার্যকলাপের ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। সন্ত্রাসকারীদের লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা। একাধিক ছাত্র সংগঠন সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রগুদামে পরিণত করেছে। পরিস্থিতি যে কতদূর ভয়াবহ, দৈনিক খবর–এর আরেকটি রিপোর্ট থেকে তার আলামত টের পাওয়া যাবে।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর দৈনিক খবর–এর প্রথম পাতায় ''শিবিরের টার্গেটঃ নতুন সন্ত্রাসের প্রস্তুতি'' শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুরের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়ে খুব শিগগির তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে একযোগে সন্ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা নিচ্ছে। দেশের অন্যান্য স্থানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এ তিনটি জেলায় ইতিমধ্যে এজন্য ছাত্রশিবির গোপনে 'ব্যূহ' রচনা করে চলেছে। মাসাধিককাল পূর্বে ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল–ছাত্র শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর উভয় সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে শিবিরের এক বৈঠকে ছাত্রদলকে টার্গেট করে পাল্টা আঘাতের সিদ্ধান্ত নিয়ে এ্যাকশনে নেমে পড়ে। প্রতিপক্ষের ওপর হামলার সময় শিবির কর্মীদের উদ্দীপিত করার জন্য বলা হয়ঃ 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী'।

অপর একটি পত্রিকায় বলা হয় যে, সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রদলকে কিছুটা কাবু করার পর শিবির তার মূল শত্রু ছাত্রলীগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যাপকভাবে তৈরীহচ্ছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, গত বুধবার ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, পুলিশী অভিযান সেখানেই থেমে গেলে চলবে না। কারণ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সামগ্রিক রাজনৈতিক স্ট্রাটেজীর সাথে এর গভীর সংযোগ রয়েছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, কতিপয় রাজনৈতিক দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লেলিয়ে দিয়েছে। এই সব দল মুখে গণতন্ত্রের বুলি উচ্চারণ করলেও ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদকেই বেছে নিয়েছে। তাদের এই স্ট্রাটেজীর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে আমাদের প্রতিবেশী শ্রীলংকার পরিস্থিতিই তার জলন্ত নজির। শ্রীলংকার জেভিপি (জনতা ভিমুক্তি প্যারামুনা) নামক রাজনৈতিক দলটি এক সময় গণতন্ত্রের শ্লোগান মুখে করে মাঠে নামলেও এখন তারা ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে শ্রীলংকার গণতন্ত্রে নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছেড়েছে। রাজধানী কলম্বোসহ দক্ষিণ শ্রীলংকায় ব্যাপক এলাকা জুড়ে জেভিপি'র সশস্ত্র হামলায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জেভিপির সশস্ত্র সদস্যদের হামলায় প্রতিদিন কয়েক ডজন করে লোক নিহত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের গুলীর ভয়ে কলম্বো শহরে সন্ধ্যার পর কদাচিৎ কেউ রাস্তায় বেরুতে সাহস পাচ্ছে। আরো কিছুকাল এভাবে চললে শুধু গণতন্ত্রের অকালমৃত্যুই ঘটবে না, শ্রীলংকার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বও বিপন্ন হবে। সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্যে শ্রীলংকার রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা করাও কঠিন হয়ে উঠতেপারে।

শ্রীলংকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আমাদেরও সতর্ক হতে হবে। পরিস্থিতি যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে করে আমরা শংকা প্রকাশ না করে পারছি না। কতিপয় রাজনৈতিক দল তাদের ছাত্র সংগঠন তথা তরুণ ক্যাডারদের সশস্ত্র কার্যকলাপে লেলিয়ে দিচ্ছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো নিগূঢ় পরিকল্পনা কাজ করছে। জামাত–শিবির চক্র তার তরুণ–ক্যাডারদের একথা বলে ব্রেনওয়াশ করছে যে, তাদের জন্য এটা জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)। ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্যই এ জেহাদ শুরু করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে 'জিতলে গাজী, আর মরলে শহীদ' তাদের মূলমন্ত্র। একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য শাহাদাত বরণ অপেক্ষা পরম পুরস্কার আর কী আছে? এটাই জামাত–শিবিরের মন মাতানো তত্ত্ব।

এই সব কথা বলে জামাতী নেতারা তাদের তরুণ ক্যাডারদের 'গাজী অথবা শহীদ' হওয়ার জন্য উন্মত্ত করে তুলেছে। ''মরলে শহীদ আর জিতলে গাজী''–এই রণকৌশলের বাস্তব প্রমাণ তারা ইতিমধ্যেই দিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে।

জামাতীদের এ ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টির পরিণাম দেশের জন্য খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ ধর্মোন্মাদনাকে ভিত্তি করে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ একবার মাথা তুলতে পারলে তখন শান্তি–শৃংখলা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ছাত্র সংগঠনগুলো যে হারে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছে সেটাই–'মর্নিং সোজ দ্যা ডে'। অতএব 'বুঝহ সুজন যে জানো সন্ধান'। তাই পরিস্থিতি একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করতে হবে। ভবিষ্যৎ বিপদ আঁচ করেই সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটনের জরুরী প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা গুরুত্বারোপকরছি।

দেশে বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার শোচনীয় পরিণতি কি হতে পারে কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই তা জানা আছে। পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই বহুদূর গড়িয়ে গেছে তাই এখন আর বসে থাকলে চলবে না। যে দলেরই হোক– সন্ত্রাসকারীদের দেশের শত্রু হিসেবে গণ্য করে শক্ত হাতে পাকড়াও করতে হবে। সহিংসতার প্রসার ঘটাচ্ছে যারা, প্রয়োজন হলে সেইসব দলকে বেআইনী ঘোষণা করলে জনগণ খুশী হবে। সবাই বুঝুক যে, এ দেশে সন্ত্রাসবাদ চলবে না। গোলাগুলী চালিয়ে, সন্ত্রাস কায়েম করে, মানুষ খুন করে, গায়ের জোর খাটিয়ে যারা ক্ষমতায় যেতে চায় তারা ফ্যাসিস্ট। জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে মুখে গণতন্ত্রের বুলি কপচালেও আসলে তারা ফ্যাসিস্ট। তাই জনসাধারণের সামনে এদের স্বরূপ উন্মোচন করা দরকার। এদের মুখোশ খুলে দেয়ার চরম সময় এসে গেছে।

জনসাধারণকে এটা বুঝতে হবে যে, ফ্যাসিবাদকে প্রশ্রয় দিলে গণতন্ত্র তো হবেই না, বরং দেশ গোল্লায় যাবে। শ্রীলংকার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনেরয়েছে।